

প্রণয়-পাগল ।

কি কব বিধাতা তোরে কপালক্রমের
মোনার সংসারে আজি পাগল বিহার ।

শ্রী নটেন্দ্রভূষণ মজুমদার কড়ক

প্রণীত ।

১ম সংস্করণ



পাথুরিয়াঘাটা হইতে

প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

১৩-নং বামতলু বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট

বোম প্রেসে

শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসুর দ্বারা মুদ্রিত ।

১৯৩২ সাল

মূল্য চারি আনা মাত্র ।

প্ৰণয়—পাংগল ।

শ্ৰীনট্টেভূষণ মজুমদাৰ কৃতক

প্ৰণীত । ক্ৰমিক সং ৩৬৪১.

শ্ৰেণী সং ২০৬২

১ম সংস্কৰণ ।

কলিকতা ।

পাথুৰিয়াঘাটা হইতে

প্ৰকাশিত ।

কলিকাতা ।

৪৬—নং রানতলু বস্ত্ৰৰ ষ্টীট

ষোষ প্ৰেসে

শ্ৰীপূৰ্ণচন্দ্ৰ বস্ত্ৰৰ দ্বাৰা মুদ্ৰিত ।

১২৯২ সাল ।

মূল্য চাৰি আনা মাত্ৰ ।

উৎসর্গ

পূর্ণেন্দু নিশ্চলহৃদয় ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদ কুমার ঠাকুর
বাহাদুর বর্শাস্বি বরেষু ।

যে নদে লহরী দোলে

সরোজিনী সদা খেলে,

মুক্তার শুক্তি বার গর্ভে আলো করে,

শৈবালও ভাসিয়া থাকে তাহার উপরে ;

যে জগতে শশী ভাসে,

সৌদামিনী কাঁপে ভ্রাসে,

শাখে বসে পিক গায়,

বাতাসে ফুল নাচায়,

তপন তারকা হানে

শিশু মুখে চল চলে,

নবীনার মুছ হাঁসি,

নৃত্য করে কেকুভাষি,

সে ব্রহ্মাণ্ডে জোনাকীকি কিছু শোভা করে না,

ক্ষুদ্র কাঁট বলে তারে পৃথিবী কি ধরেনা ?

কামিনী কোমল করে,

হীরা-বালা শোভা করে,

শতের বলয় তারা তার মাঝে পরে না ?

তাহাতে কি মানবের কিছু মন হরেনা ?

যে করে দারিদ্র ছুঃখ কর বিমোচন,

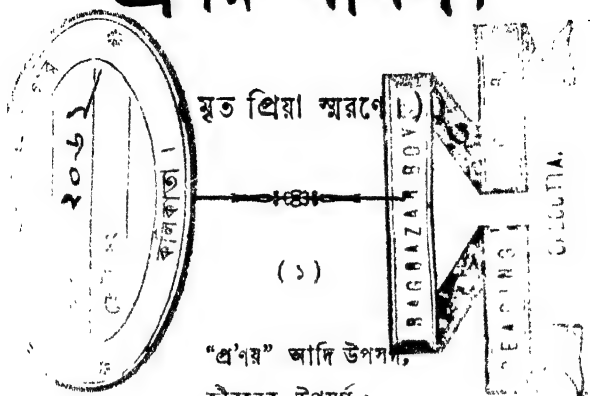
সে করে পাগল আশি করিনু অর্পণ ।

কি জানি কি নাম আমার !

শুদ্ধা শুদ্ধি ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৭	অঁধায়	অঁধার
৮	১৪	আনন্দকাশে	আনন্দাকাশ
১১	১২	হাসিছে	হানিছে
১২	৪	এতেক	একেত
১৫	২০	বাজ	বাজু
১৬	১৬	নাশতে	নাশিতে
২০	১০	চাদ	চাঁদ
৪৫	৭	পুরি	পুরী
৪৬	৯	মহত্ত্ব	মহত্ত্ব
৪৭	১৬	প্রেম-পুরিক	প্রেমপুওরিক
৪৮	৫	প্রিয়া	প্রিয়ে
৫৫	৮	রূপিনী	রূক্ষিনী
৫৫	১৬	ভরে	ধরে

প্রণয়-পাগল ।



“প্রণয়” আদি উপসর্গ,
জীবনের উপসর্গ ;
বিনাশিল সব স্বর্গ,

তবু কি স্নেহের সূর্য প্রণয় মহীতে ?
ণয় ধরা কিছু নয়,
মন নয়, প্রাণ নয়,
আমি নয়, সঁব নয়,
এজগতে কি নব্বক কুহাব সহিতে !

(২)

এই কি তামসী নিশি !
না ! এ দেখি পৌর্ণ মাসা.
মরি আহা ! হাসি শশী শিশুলয়ে খেলিছে ;
কি আশ্চর্য্য স্বর্গ ত্যজি মনকাছে আনিছে ।

প্রণয়-পাগল ।

(৩)

ইহা কি তারকাবলী !

(না) প্রিয় পারিজাত কলি !

এ কি কথা ! কি कहিলি, প্রিয়া ! প্রিয় পারিজাত
কি বলিলি ! বল পুনঃ ! শুনি এ অন্তর সাত ,
শুনিবনা ! একি অঁখি, করিস্ যে অশ্রু পাত ?

(৪)

আহা কি কৌমুদী ভাতি !

না ইহা ভানুর জ্যোতি ?

কাঁপিতেছে কাঁপাতেছে, জ্বালাতেছে জ্বলিতেছে চিতে,
এহেন ভীষণ স্থান আছেকি মহীতে ?

(৫)

একি অকস্মাৎ !

হয় উদ্ধাপাত !

দিহু মাথাপাতি এই, নির্ভর অন্তরে,
জগদীশ ! কেন উহা মাথার উপরে ।

(৬)

(উঃ) দেখ কাঁপিছে মেদিনী,

বিষ উগারিছে ফণী,

ধরিয়া অধমে ওই কাঁপিছে বাসুকী ;
এ জগতে মম সম আছে, কি অসুখী ।

(৭)

এস এস তুরা করি,

ওই স্থান পরি হরি,
 দেবদেশে দেব অস্ত্র, আশুন মার্জ্জুনী,
 না আসিলে বিধি আজ্ঞা লজ্জাবে এখনি ।

(৮)

হউক মহা প্রলয়,
 কি ! প্রলয় ! সব লয় !
 (এ) হতভাগা হোক লয়,
 এখনি হউক, আর কি হইবে থাকিলে ;
 তবেত জুড়াবে বুক,
 ঘুচিবে সকল দুঃখ,
 হেরিব তাহাব মুখ,
 কার মুখ ! কে দেখে ! ছিল কে ! কোন কালে !

(৯)

হও শত সূর্য্যোদয়,
 উথল মকরুলয়,
 এস ঝঞ্জাবাত চয়,
 উগার অনন্ত গবল কাণ
 পুড়িব, ডুবিব,
 উড়িব, মরিব,
 এ চেয়ে আমার তাহা কত গুণে ভাল ! (বসিব কেমনে)

(১০)

একি হ'ল ! পুনঃ একি !
 সব যে নিস্তরু দেখি !

একি ইচ্ছা জাল ! জীবনের মরীচিকা !
এখন ধরনী কেন শান্তি অট্টালিকা !

(১১)

উন্নত বলিবে লোকে ?
হইলু কি সুখে শোকে ?
হইব না কেন ? অবশ্য হইব,
উন্মাদ হইতে যে সব চাই,
সকলিত আছে, বিরাজিত এতে,
অভাব ইহাতে কিছুই নাই ।

(১২)

সহসা আবার একি !
না এ বিভীষিকা দেখি !
শত শত চোর, আনিছে ছুটিয়া,
নারিছে আমার মাথে;
নরায় থড়গা আঘাত ? কাপুরুষ আমি ?
নাহি কি বল এ-হাতে ?

(১৩)

কে হইল, কিবা চোর ;
ডাকাত সে নয় চোর ,
হৃদয়ের মণি চোর;
নির্ম্মম অস্তক সে যে শুভ বিচারক
যার বিধানেতে বাঁধা মর্ত্য, বৃন্দারক ।

(১৪)

হৃদয় পিঞ্জরে
 সোনার পিঞ্জরে ,
 পুষে ছিহু শুক, কতই আদরে ছিল,
 ওই চোর বেটা, কাল তমিশায়,
 পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া নিল ॥

(১৫)

কত যে পড়িত,
 মন কেড়ে নিত,
 অশ্রুজ মঞ্জরি , ছিড়িয়া আমায় ,
 ডাকিত মধুব বোলে;
 উড়িত, পড়িত, মুখে মুখ দিত,
 বসিত আসিয়া কোলে :

(১৬)

কি রূপে ধরিব,
 কোথায় পাইব,
 যবে, দেশে, বনে, গুজলাম কত,
 অবনি, অচল, জলে,
 অবোধ কৃতান্ত ! পিঞ্জর বাখিয়া,
 শুকটি লইলি ছলে ?

(১৭)

একিরে হইল,
 চিন্তা উপজিল,
 কে বলিবে কেন ভাবি কাহার কারণ !

ভুলিয়াছি যারে তার ভাবনা কেমন ।

(১৮)

বলিব এখন,

ভাবি যে কারণ,

দহে চিন্তা জ্বরে সকল শরীর,

যখনই বলিতে যাই,

কে যেন আসিয়া, বদন চাপিছে,

কহিতে ক্ষমতা নাই ।

(১৯)

হল কি কোয়াসা ধূম !

না এ গুণ্গুলের ধূম !

যেন চিতা ধূম চিতোর নগরে

করিছে জহর খেলা!

বিচ্ছেদ চিতায় অভাগা পুড়িছে,

সে ধূম উঠিছে মেলা ।

(২০)

বি-চ্ছেদ 'উঃ'রে কি কথা,

মরমে লাগিল ব্যথা,

বাল্যেতে বিবাহ দিয়া ; বিলাসেতে ভূলাইয়া

বিনাশ করিতে বিভূ বিরচিলা তোরে ?

বিপদ, বিষাদ, বিদ্রোহ, বিবাদ

বিষম বিভ্রাট বিধে বিসর্জিতে মোরে ?

স্বর্ণ-লতা হ'লে স্বেদ,

রসালও হইবে ছেদ,
 ধন, মান, প্রাণ, মন, দম্পতী, সুখ, হৃদয়,
 সব ছেদ, এ জীবনে কিছুতেই যোগ নয় ।

(২১)

ওই বুল বুল পাখি,
 ডাকিছে আয় না দেখি,
 দেখিব না দূরহরে, শুনিবনা বজ্রনাদ
 বাতাসেতে বীণা, বাঁশরী বাজিত,
 পূরায়ছি মম শ্রুতির সাধ ।

(২২)

ওই কাল-রাহ,
 গ্রাসিতেছে, উছ,
 পূর্ণিমা (আমার পূর্ণিমা) কাঁপিছে,
 নিভিল মধুর হাঁসি !
 কাঁদিল চকোর, হাসিতেছে পুনঃ
 দেখিয়া উঠিল ভাসি ।

(২৩)

আমার সে কই !!!
 উঠিতেছে ওই,
 ও দেখি শশাঙ্ক, মৃগাক শরীরে ;
 সব যে আঁধার ময়,
 এ আকাশ খালি, উঠ চাঁদ , কত
 চকোরের প্রাণে নয় ।

প্রথম-পাগল।

(২৪)

বিজলি যোজনা করি ,
 রাম ধমু করে ধরি ,
 ঘন ছুঁক্বারে , বাহিরিছে ঘন ,
 চমু নিয়া অগণন ;
 বিচিত্র পতাকা , বরজাস্ত্র ধবি ;
 কর য়োরে নির্ধাতন ।

(২৫)

দুঃখ মেঘ ? আর ,
 দিবিনা আমার
 জীবন-তপনে কর বিজ্ঞারিয়া
 উদিত আনন্দাকাশে ?
 বিমুক্ত হবেনা আর ?
 ঘূচিবেনা অন্ধকার;
 মেঘেতে মারিব মেঘে , চপলা-শোণিত ববে
 সূখের ঝড়েতে হবে দুঃখ - মেঘ নাশ ।

(২৬)

তুই না মাধব !
 দূর হরে তব
 অনুচর লরে ; নাবুঝি প্রাবৃট;
 না দেখি বরষা কাল ?
 তুই মাস ! শত যুগ ! তবু গেল না রে !
 আমার বরষাকাল ।

(২৭)

কেন রে জননী ,

স্বপ্ন দারিনী !

অভাগার প্রতি সদয় হইলে ,

নিভাতে দাসের জালা ?

[স্বপ্নে]

(২৮)

এই যে আসিছে প্রিয়ে !

তাস্বলের কোটা নিরে,

এস, দাড়াইল্প, জীবন তোষিনি ;

আলিঙ্গন দাও বৃকে,

এস এক বার, ডুম্বরের কুল

চুম জিব টাঁদমুখে ।

=৯

“বাঁচিলাম প্রাণেশ্বর’

দেখে কতক্ষণ পর,

তুমি সে পরম নিধি, • ইচ্ছাকরে নিরবধি

পরিয়। তোমায় কণ্ঠ গুমরে বেড়ায়

নয়ন চাবে যখন, খুলিয়া দিব তখন,

অমনি সারিব পাছে চুরি করে নেয় ।”

(৩০)

প্রিয়ে ! এত ক্ষণ ভুলে,

কেমনে কোথায় ছিলে,

কঠিন অন্তরে, ছিলাম যে কত
 বাতনা ভাবনা সমে;
 শরীর রাখিয়া, জীবন হরিয়া,
 গিয়াছিলে দেখ লয়ে।

(৩১)

অস্তর রজন,
 হৃদয় রতন,
 ক্ষণ না হেরিলে, তব বর্ষজ্ঞান,
 আর কি ছাড়িতে পারি ?
 চল প্রণয়িনি! পুষ্প শয্যোপবি,
 আনন শশাক হেবি।

(৩২)

প্রেমের আসনু পাতি,
 প্রণয়ের মালা গাঁথি,
 বদাব, দোলাব. শুভে! চাক ডিক পরে,
 নানস নাগরে, তরঙ্গ উঠিছে,
 কে তারে স্তম্ভিত করে।

(৩৩)

শুদ্ধ হৃদি - পদ্ম পাশে,
 মন মধুকর বসে,
 এই তব মুখ বিকচ নলিনী
 আশে, পরিমলা ভাবে;
 এই গন্ধ বহ টানিছে বনন;

কিরূপে ঠেকাবে সবে ।

(৩৪)

ওই শুন পোড়া পিক,
 'ডেকে করে দিক্ দিক্
 বলে "বউ কথা কও", করিও না মান;
 চিকুরের ফাঁদ করে, এখনি ধরিব তোরে,
 জানিবি কত যতনা জুড়াবে এপ্রাণ ।

(৩৫)

ফুলের কান্দুক ধরি,
 ফুলভূগ পৃষ্ঠে করি,
 ফুলের বসন, ভূষণে সাজিয়া
 ওই দেখ পক শর !
 উন্মত্ত হইয়া • সজোরে এবুকে,
 হাঁনিছে ফুলের শর ।

(৩৬)

একেত বাসন্ত নিশি,
 তাহে পূর্ণিবার শশী,
 লজ্জাবতী সতী আনন দর্শনে,
 চকোর স্তম্ভিত হেরি ;
 চল ফুলবনে, কিকাজ এখানে,
 বসন্ত উৎসব করি ।

(৩৭)

নব কিসলয়ে সাজি,

ফুল ফলে তরু রাজি,
হাসিছে কেমন দেখ বসন্ত বাসরে,
প্রফুল্লা প্রকৃতি দেবী হেরি আপনায়ে ।

(৩৮)

এতেক কুহুম কার,
পরেছ আবার তার,
ফুল গহনার ? কাঞ্চন খোঁপায় !
যুতি গাঁথি সিথে সিঁথি,
কানেতে সুমকা গান্ধা গন্ধরাজ,
গালে গোলাবের স্থিতি,

(৩৯)

নীল কোকনদ দলে
অঁথি ছুটী চল চলে,
অধর জবার ! নাসাতিল ফুল,
মল্লিকা নলক তাহ,
কুন্দে দস্ত, বাতি, " মালতি-সেফালি
বকুলে হার গলায় ।

(৪০)

অহসী বিকসি অঙ্গে,
কাঁচা সুবর্ণের রঙ্গে
শোভিছে, কেমন করবীর ফুল '
তাবিজ মৃগাল ভুজে ;
রক্তবক বাজ ; অশোক কঙ্কণ,

মালা কুককলি নামে ।

(৪১)

করে কর গদ্য,
 রক্ত কুহুদ ,
 পাঁচটি অঙ্গুলি, চম্পকের কলি,
 রজন অঙ্গুরী তার,
 বকঃস্থলে খেলে রূপের তরঙ্গে
 কমল কলিকা বায় ।

(২৪)

অপরাজিতা সুকালী,
 কাশিনী কুহুম মালা,
 কটিতে কিঙ্কিনী, চাক চন্দ্রহার
 শোভিছে শোহিরা মন;
 রাম রত্না উরু, রজনী পঙ্কজেতে,
 গাভোড় হই চরণ ।

(৪৩)

ছাড়ি এ উদ্যান,
 কোথা গাব হাঁস,
 ফুলিবনা ফুল, মল্লর মাকতে
 এস থিরে খেলাকরি,
 বাণরী বাজাব, মাচ ধীরে ধীরে,

[২]

জুড়াবে নরনে হেরি ।

(৪৪)

ওই যে প্রভাতী তারা,
 পব সূখে শোকাভূরা,
 উঠিতেছে, বরাজিনি ; চন্দনের শিরে,
 কণ্ঠ কোকিলের কুহ,
 গুঞ্জরী গুঞ্জন বৃহ,
 গুনিয়া , এখানে পুনঃ বসিব সূস্থিবে ।

(৪৫)

চরণে জীবন দিরা,
 আশাতঙ্ক হাতে দিরা,
 কেমনে কহিব নাথ ছিলাম কোথায়,
 যে কাক করিতে যাউ,
 মনে করি মনে নাই ,
 মীন কি বাচিতে পার্বে ত্যাজি জলাশয় ?

(৪৬)

অগ্নির অমনি,
 নাচিল ধমনী,
 ডাকিলা জননী অশনি বিনাদে,
 বসিতে আমার তথা,
 নীতি লিখাইয়া প্রাণ তথা নাই,
 কেমনে বসিব কথা ।

প্রথম পদ্য।

যেদিন দেখেছি মুখ
 ফুলেছি শৈশব মুখ,
 দেশ অধুরাগে নাথ ! হয়েছে বিরাগ,

(৫০)

মধ্যাহ্ন সময়ে নাথ,
 ভাগ্যান্বিনে কার্য নাথ,
 এঘৌরনে কোন প্রাণে থাকিব তাকাৎ
 ছিলায় সত্তলা বালা,
 ভালবাসা এতচালা'
 মরে কি সহিতে পারে শাবল আঘাত ।

(৫১)

তব নাথ 'দীন' মানে
 বাইতে ছিলায় স্মানে
 সহনা তোমার পেয়ে মুখ খানি,
 রহিয়াছি এক দৃষ্টি করি নিরীক্ষণ,
 অমানি-ডাকিল সেই, ধোঁয়েছি উছট তাই,
 কি করিব নাথ মম চলেনা চরণ ।

(৫২)

যদি কিছু বেতে বাই,
 বিষয় বিষয় বাই,
 নিঃশব্দ বারু সনে তবইচেহা সেই খানে
 কাড়িয়া হাতের ভাত মাটিতে ফেলার,
 বনে বনে মন চুরি, কে নিখাল এ চাহুরী'

স্বপ্নে ।

ধরিতে পারিলে চোর ঠেকিবেক দার :

(৫০)

একে সঙ্ঘরী শর,
করে অসঙ্ঘর অঙ্ঘর,

সহসা ওমুখহেরি, ভুলে-সঙ্গরিতে নাবি
গালি দিল দিনো দিনী কতইআমায় ;
সে যাহারে ভালবাসে, সে যদি তেমনি বাসে,
স্বর্গ সুখতায় ;

তাবলে বড় বাড়িলে ঝড়ে ভেঙ্গে যাব : ”

(৫১)

‘মন যে কেমন বলে,

কেমনে জানাই পরে,

বহুকাল পবে যদি হয় প্রিয় দরশন,

তখন উলঙ্গ অঙ্গ কেকরে অরণ,

যার যে বাসনা যায়.

সেকি তা ছাড়িতে চার.

পর পরামর্শে তবে কোন প্রয়োজন ?

(৫২)

‘একি হয় প্রাণেশ্বর,

মম ছার কলেবর,

বাঁথানিল! তুমি ! চল হৃদাসনে

বসাইগে প্রাণধন !

প্রণয় তুলসীতুলে, প্রফুল্ল যৌবন-ফুলে
আদর চন্দনে করি চরণে অর্পণ,

(৫৬)

“অস্তরের অর্থ্য ধরি,
জীবন দক্ষিণা করি,

ভুল প্রেমামৃতে, নৈবেদ্য সাজায়ে,
উৎসর্গ করিব পায় ;

মিলন নির্মাল্যে ’ মানবের শত্রু
বিচ্ছেদে কাটি খাড়ায়, ।

(৫৭)

“এইযে লেবুর ফুল,
গরবিণী তুলতুল,

যতদিন ফুল্লরবে, আদরে চুম্বিবে মবে,
চুইবে কি আর নাথ হইলে ফলঅক্ষুর ?
কৈঁধে সে ঝরিয়া যাবে, তুমি নব দেখতেচাবে,
পুরুষ কঠিন হেন তবু কি নধুর, ।

(৫৮)

নব নব রান্না পাতা,
কানে কানে কবে কথা,

চল যাই কান্ত, নব হুর্কাদলে
বসিগে ঘাটের পরে,
জ্ঞানাক ধরিয়া, দিব দীপ-মালা
শৈশব যৌবন সন্ধির ঘরে ।”

সপ্নে ।

(৫৯)

“জোছানার নদীপরে,

সাঁতারিখে করে ধরে,

ভাসিবে, ডুবিবে, পড়িবেক ছায়া

ওমুখ চাঁদের তায়;

পলাবেও চাঁদ দৌড়িয়া ধরিব,

রাখিব বেঙ্গে ও পায়।”

(৬০)

মৃগালিনী মেয়ে তুলে,

আছাড়িয়া দিব কোলে,

কাঁদিলে সে, তুমি আদর করিবে,

শিথিল পলারে দূরে,

হাঁসিবেক লোকযত লজ্জাপাবে বিধিমত

বালিবে আদর করে শিশুতে শিশুরে”

(৬১)

“দেখনাথ ? পূর্বদিকে,

নিশিঅরি, অগ্নিমুখে

আসিছে রথেতে, উদয় অচলে,

নাশতে সুখ রজনী,

পৃথিবী পোড়াবে,

কামিনী কাঁদাবে,

উচিত কি তব, মাধব শর্করী

প্রলয়-পাগল ।

নাশ করা বৃষ্টি মনে !”

(৬২)

দূর হোক আর,

কিভয় কাহার ?

মধু খেতে গেলে লোকে, মৌমাছি মেদংশে তাকে

তবুও কি মধু-চক্র ছাড়ে অভিনায়ী,

অলদ পরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে,

আমি কেন না কাটিব সময়ের কাঁসি ?

(৬৩)

কেনরে নিব্বার আঁধি

ফেল বাগ্নি রাশি ? দেখি

চাদ মুখ ! দেখিবি আবার কত

পলাতু বরষা পরে ;

জগতের আঁধি ! অন্ধ আমি, দাণ্ড

দয়া করি শশধরে ।

(৬৪)

অগ্নি উন্মাদিনি ! কি কাজ করিল

মধুর গোরসে গোমূত্র ঢালিলি,

প্রাতের আকাশে কেন কাল মেঘ উদ্দিল .

যেই স্বচ্ছ সরোবরে, কমল, কুমুদ খেলে,

আজি কিনা তার জল শৈবালেতে পুরিল ?

(৬৫)

রোপিয়া আশার চারা,

দিবি আনন্দাল ধারা,
 হরে থাক্ তাহা, গরল ঢালিলি,
 দেখিয়া বিদরে মন,
 ও কি প্রিয়ে? কেমন সঙ্গল হইল
 নীরদ নীল সরস ।

(৬৬)

ধরিত্রী ছাড়িয়া,
 সব বিসর্জিয়া,
 চল যাই প্রিয়ে তথা,
 লোক লজ্জা, ভয়, শোক, হুঃখ নাই,
 বিবাদ বিবাদ বধা ।

(৬৭)

চল সেই ঠাঁই,
 বিরহীদি নাই.
 অপবাদ, মনজাপ'
 কলহ কলহ, ঘেব. হিংসা লোভ,
 কোভ, ক্রোধ রোগ, পাপ ।

(৬৮)

চল সেই স্থান'
 ভাজি এ কাম ;
 বধা, প্রেম ধূলা, অহুহু মাকতে
 প্রতিগৃহে ফুল করে,
 বন্দন কামনে, অধে গলা ধরি,

দম্পতী বেড়ায় ঘুরে ।

(৬৯)

বসন্ত কড়ু নাগর,
 পিকে কালবাত গায়,
 সস্তোষ, আরামে ভাসিছে সকলে
 সুরতি মূহ আশুগে—
 ধেন করে পেখি--নর শ্রান্তি হর,
 বহিয়া একান্ত ঘুমে ।

(৭০)

পরিয়া তারার মালা,
 বিরাজে চন্দ্রিকা বালা,
 কৌমুদী হাঁনিছে , চকোর উন্মাদ,
 সরোজ, কুমুদ জলে
 ফুটিছে একত্র , সঁতারিছে হাঁস,
 পিরিত্তি সরঙ্গ মিলে ।

(৭১)

বসি সুবর্ণ অচলে,
 সোনার কদম্ব তলে,
 কোলে করি প্রিয়, অনন্ত যৌবনা
 খেলিছে বরবর্ণিনী,
 গলে পড়ে মালা কোথা হতে আসি
 শোভিছে হুজিছে ধেনী ।

(৭১)

মগধ আসছে,
 চরণে বসছে,
 কতু বা মাধারি, হানিছে কুম্ভ শর।
 ধুকুয়া বঁধা,
 তুণটি বা ডগা,
 লইছে, যোগার পুনঃ কাম সহচর ।

(৭২)

ভুজ মৃগালেতে বসি,
 কোকিল ডা বছে আসি,
 কুহ কুহ করি ঠোকায়ে কুলের ভোড়া
 সুলারে পাগক, আঁসিয়া বসিল
 হরিণী কেশরী যোড়া ।

(৭৩)

“কুধা যদি পায়,
 মধুকর যীর,
 গুহ করি, মধু আনি দেয় সুখে,
 পদ্ম মধু দিয়া, বসি পদ্মাননে,
 মধুপান করে সুখে ।

(৭৪)

ভুজা যদি হয়,
 আনিছে শুধার,
 নয়ন আনক-নদী উখলিয়া নিরবধি'
 লিপাসা করিতে ঘুর,

তুবে সে অভল বলে, কেহ প্রেম বিধি তুলে,
কিছার তাহার কাছে একটা কোহিছর ।

(৭৬)

নিদ্রা দেখী আদিবীরে,
উকিদিয়া যার কিরে,
কত্বা দৌড়ার, পলাইছে কত্ব,
কত্ব করপুটে বলে,
বহু প্রমে বাহা, কাতর ও তনু,
করিব একটু কোলে ?

(৭৭)

বিহনেতে গার,
বাতাসে বাজার,
কুলে নাচে কুল কুল,
আনন্দে প্রাণয়ী, পুরকার দেয়
হৃদয়, শরীর, চুল ।

(৭৮)

কল্পতরু তলে কত,
কাম দুখা শত শত,
বেড়াঠিছে' বিতরিছে, পর কল নবে,
শিশু হতে নব যৌবন জীবনে
চিরকাল বিছরিছে নবে প্রতি ধরে ।

প্রথম পাতাল ।

২৫

(৭৯)

স্বাধের উদ্যানে -

আশাতরু এনে

রোপিছে, কবিছে প্রেমাঘ্নী সিঞ্চন,
বাছাফল দেয় করে;
ঘোবন কলিকা, নব বিকসিত;
কোন কালে নাহি ঝরে ।

(৮০)

কুচ গিরি বিদারিয়া,
চুচুক ঝরনা দিয়া,
বাহিরিয়া বেগে, • বহে পয় নদী,
শিশুর শশঙ্ক মুখে,
বাচে মীন তার • শিশুর জীবন-
সঁতারিয়া মহাসুখে ।

(৮১)

কভ বে নিঝরে,
মুক্তা রাশি ঝরে,
রসি উপত্যকা, কুড়াইছে শিশু,
গাঁথিয়া নহর তার,
পুকুলের বিরা দিতেছে, বদল
করিয়া নালা গলায় । -

(৩)

(৮২)

অহিন্দা, ভক্তি,
লাবণ্য, নকতি,

মেঘা, শ্রদ্ধা, দয়া, ঠিক, কমা, দায়া,

কিন্তু বিচরণ করে,

নিরাশঙ্কতা, মধুরী প্রতিমা,

মোহিনী মুরতি ধরে।

(৮৩)

নীল নভ চন্দ্রাতপ

ভলেতে মতা মণ্ডল

শোভিছে আরাম, তিত্তিকা, সাহস,

ধৈর্য, ন্যায়, বতনে,

লভ্য, পূণ্য, স্নান, উৎসাহ, আদর,

কলসি চক্ষু, গভনে।

(৮৪)

যেখানে যখন বাহি'

সেখানে দেখিতে পাই,

একি গৃহবারে কোণাতত্তর্গাধি

রহিয়াছে লেখা জাভাতে মবে,

এক মেবাধিতরম যদি কিছু থাকে

এপর তাহাই হবে

(৮৫)

চল যদাননে.

আব্রা হুৎনে,

হাতি ও গেয়েত পুরী,
 থাকিলে শুধায়, ... চকাননি, হিড়ি
 এসংসার ভার্য তুরি।

(১৬)

“আনন্দের নিশি,
 আনন্দের শশী,
 চলিল আনন্দ স্থান,
 আনন্দ লইয়া,
 নিরানন্দ দিয়া।
 বিরহে বাইবে প্রাণ।”

(১৭)

“বেঁচে থাক, বাঁচি যদি’
 “স্বপ্নে মিশিবে নদী,
 এমধু দিবসে, • শুধাইবে বারি,
 অহিবে সুসুহ বেগে’
 হিমাত্রি উগাড়ি, • পড়ে বাধা দিতে
 আসিব ঠেলিয়া আগে।”

(১৮)

কি বলিল পাগলিনী
 ফের হুন্নি মিনাদিনি।
 যে করে কোকিল করে বেহুখে কিশাখে

প্রথম পাগল ।

হেন বল্লাদ ?

তকি কথা আদরিনি ! করিওনা আর
হরিষে যোর বিষাদ ।

(৮৯)

আলেরা আশ্রয় জালি,
তার সুভ, হৃৎ দিলি,
কণে দীপ, মুবলবা, কণে অগ্নি গিবি,
জলিতেছে, বরকেও নিভেনা বালাই,
নীচু ধাইল কাল কুটহরে
হৃদয় ক'বল ছাই ।

(৯০)

সংসার অর্গবে আসি,
জীবন দ্রোণীতে তাসি,
প্রথম - অটলশিবরে লাগাব,
বাহিরা প্রেমের দাঁতে,
ভেবেছিনু, কেন পবনে আরাধি'
ডুবালি পরহ বড়ে ?

কোথায় গেল ।

(৯১)

এল প্রাণ প্রেরা,
হুজনে মিলিয়া,
কি এ ! কই প্রিয়ে ! কোথা ! পলাদি কি !
বুঝিতে আমার মন ।

না, কোথায় আনি ? কি হইল ! ওইকি !

আমরে যেদা রহন !

(৯২)

উঃ ! মরি ! আর ? কই !

ধর ! ওই ! দিলি দই

ধরে ! তবু জুড়ালনা, মিলিলনা হতাশন !

গিরাছিল কেন ! এলির আবার

সুরাতে কি বিহরণ !

(৯৩)

যত্নপট গেলি'

অুর না আইলি,

কত ক্ষণ রলি, দ্যাপ্রে ভাধিয়া,

কত আর থাকি বাসরে !

কটি পাথর, হারাইল মনরে !

কিসেতে কসি আহারে !

(৯৪)

ধরি হই পারি,

এস পুনরায়

নিদ্রাদেনি, সে স্বপনে, স্বপন কি ?

এসে অথ স্বপনে লরে,

বন পোড়া চোখে, তিরকাল থাক,

অচঞ্চলা চিত্ত হরে ।

প্রথম পাগল ।

(১৫)

একে কি বলে স্বপন ?
 স্বচোখেতে চন্দ্রানন
 দেখিলাম, আর কি দেখিবরে
 প্রেমের মুরতি পামি !
 কে কোথা ডুবালি, ওই শোন "পাবি,
 হইল আকাশ বাণী ।

(১৬)

ইহা কি হয় কখন ?
 স্বপনেতে আলিঙ্গন
 উঠি প্রসারিণী কর ? সে চুম্বন
 মুখে মুখে দিব আর,
 বাণী বাণী বাজে জাগ্রতে স্বপন
 অদৃষ্টে হইল আমার ।

(১৭)

এই নিমিলিত আঁখি,
 মেলি বনা আর, দেখি
 একি ! ভিতর বাঁহিব অন্ধকার মর,
 হৃদ পিখা ধুধু জলে,
 ভীষণ দর্শন ! পূর্ব বৎ কব,
 প্রেমসী কোথালুকাবে ।

(১৮)

আসি বিনা ? আর,

ডাকি মা তোমায়

বার বার, নিদ্রে ! আইলি না ? বুঝি

মান বেড়ে তোর গেল ;

কে ডাকিল ? কেন আইলি ? দূর হ ,

দেখালি কুহক খেল !

(৯৯)

কী দিয়া কী দিয়া,

বিদায় চাহিয়া'

কী কি দিয়া গেলে,

প্রিয়ে ! একাকিনী

সেই মনোরম ঠাই,

আমিও যাইব ;

কই ! কারে বলি ?

কেহত এখানে নাই ।

(১০০)

কি করি কোথায় যাই,

কোথা গেলে তারে পাই'

যায় প্রাণ ! যার প্রাণ ! উপায় কি করিরে !

জানিহান যদি,

এমন হইবে,

তাহলে কি প্রেম করিরে !

(১০১)

হাসাতাম, চুঞ্চিতাম,

উপহাস করিতাম,

তনিতাম, তনাতাম, কত শত প্রেয়ালাপ ;
 যবে হৃদি জলাশয়,
 নলিনী কোরক স্বর
 ছিড়িতাম, হে বিধাতঃ ! এই কি তাহারই পাপ :

(১০২)

কি অশুভ ক্ষণে,
 দেখা তব সনে,
 কুক্ষণে প্রণয় হইল, ভাঙ্গিল
 কুক্ষণে বিচ্ছেদ আসি ;
 রেশাপ সর্করি ! কেমন এসেছিলি,
 মাক্সাবিনি ? সর্কনাশি !

(১০৩)

সকল লইলে,
 স্মৃতি রেখে গেলে,
 এটাও বইয়া যাও ;
 বসিয়াছে যেন অটল অচল,
 খাইবে? এখনি খাও ।

(১০৪)

না বুঝে পীড়িতে পড়ে,
 প্রাণ বার ধড় ফড়ে,
 প্রণয়ী কি কভু, কার অনর্শনে,
 কোথাও থাকিতে পারে ?
 থাকে যে, প্রণয় সত্যার মাঝারে,

কে করে গণনা তারে ।

(১০৫)

বাই ওই সরনীতে,
মন জ্বালা নিভাইতে,
ওরে ! কোথাবাই ! আগুনে পুড়িতে,
ওদেখি আগুন রাশি !
পতিত পাবন ! পতিত পাবকে
দাস তব দেপ অসি ।

(১০৬)

বাই, অরু কার তবে,
থাকি এই শূন্য ঘরে,
সে যদি আমার হ'ত ;
আমারই (আমা ছাড়া^১ অরু কার)
তাহলে কি ছেড়ে যেত ।

(১০৭)

কতু প্রিয়া অদর্শনে,
ভাবিতে ভাবিতে মনে,
দেখা দিত যুন, ভাস্কিত তখনি,
দেখিতাম ফুটিরাছে ফুল-কুলেধরি,
অমনি তুলিয়া তারে, বাধিতাম সমাদবে,
মৃগালে তড়ায়ে বপু হৃদয়েতে ধরি ।

(১০৮)

তোমরা কে ? উদাদীন ?

একজনে হরে আসীন,
 কি ভাবিছ ? কার . প্রেম ? জীবনের ?
 আমাদের লিখাতে পাব ?
 আব সাধ আছে ? ঈশ, ভূলাও আমাদের
 (না: ভুলিতে কি পারি ? ওও—মম—ভাল)
 লিখিয়াছি প্রেম যার ।

(১০৯)

আর কি পাইব তারে,
 সদাপ্রাণ চাহে যারে,
 আব কি পাইব সেই সোণার কমলরে,
 সোণার কমল ;
 দিবানিশি মম মম করিবে বিহ্বল রে
 করিবে বিহ্বল ।

 ভিখারিনী ।

(১১০)

এই সে চাক হাসিনি ?
 না দেখি এভিখারিনি ;
 নূপুর কে ফেলোদিয়া, ধীরে ধীরে আস্ত গিয়া
 চহাতে ধরিত মম হুইটি নরন,
 ছলতে মোরে হেসে হেসে, জিজ্ঞাসিত মধুর ভাসে,
 “বল দেখি কার হাত নবীন সূজন ।”

(১১১)

অরি বারিঁজ বদনে !

চোখ্ ঢাকিবে কেমনে ?

জাগরণে ধ্যান মম, ঘুমালে দেখি স্বপন,
মরিষ মনের হুখে দেখিতে দেখিতে,
মলেও দেখিতে পাব, দেহান্তরে যথা যাব,
এ আঁখি কিপড়ে ঢাকা হাত আড়ালেতে ।

(১১২)

কেরে ভিখারিনি ? জান,

ভুমি কোন ভাল গান ?

গাও দেখি শুনি ; থাক কোন দেশে ?

দেখিগাছ কারো পথে ?

যাইতেছে কাঁদি, উন্মাদিনী প্রাণ,

কেউ নাই তার সাঁথে ।

গান ।

কর পুটে করি নিবেদন,

ওহে কামিনী মোহন ।

জীবন যৌবন দিলাম,

কি দিব এখন ।

এমন যদি জানতাম আগে,

পুকষে শ্রেয় সনা লাগে,
তাহলে রাখিতাম কিছু,
ভুবিবারে মন ।

কি গাইলে ? আর
গাইওনা, যার
যাচনা ভুলিতে, শুনিতে চাহিছ গান,
বাড়াটলি তারে ? গাও পুনঃ, চাহে
তবুও শুনিতে কাণ ।

(১১৫)

কি তোমার দিব,
কোথা কি পাঠিব
সকলি লইয়া গেছে ;
তক গেল, লও স্বর্ণ পিঞ্জরটী
এখানে পড়িয়া আছে ।

(১১৬)

ফের দেশে দেশে,
পুনঃ যদি এসে,
দাঁও সুখবর সে কোথায় আছে,
বা চাহিবে তুমি দিব ;
বিদায় হইলে ? [উঃ সে বিদায় !]
হয়ে থাক চিরজীব ।

(১১৭)

কোন দিন হুই জনে,
বিরলে বিমলাসনে,
কলমের কালি খোটা, শ্রিয়া ভালে দিয়া ফোটা,
দেখাতাম আর্সাতে কুসুমের কীটের বাস,
রাজা মুখে পান খেয়ে, রক্ত গঙ্গা যেত বয়ে,
কাপড়ে পড়িলে পিক, করিতাম উপহাস ।

(১১৮)

সুবর্ণ আপন গুণে,
সকলে সদা রঞ্জনে,
মণিসহ মিশে যদি কত শোভা পায়;
একে সেই ফুলাননা,
পিক বস্ত্র পরিধানা,
মরি কি মধুর হাসি বর্ণন কি যায় ।

শ্মশানে ।

(১১৯)

গুরে কাল হুরাচার !
বাকি কি রেখেছ আর,
হরেছ অমূল্য ধন, ভেঙ্গে দেহ নিকেতন,
ইহাতেও না হ'লে স্থির ?
মর্জায় দিয়া আগুণ, হাড়গুলি করে চূর্ণ,
গাঁথিলে স্তম্ভ বেদিতে শোকের মন্দির ।

(৪)

শ্মশানে ।

(১২০)

এই না শ্মশান,

চরমের স্থান

জীবনের ? কই ! কিছু নাই, কিছু

রাখে নাই নিশ্চয়মেরা ;

একি তার ছাই ! (হায় !) নদীর পুতলী

কেমনে গলালি তোর।

(১২১)

কি চিবাস ? দূর ! দূর !

শকুনি, শৃগাল সুর,

গিলিলি তাহার হাড়, খা আমারে,

করিস না কালব্যাজ ;

উঃ কে হাসিছে ! বাঃ ! কলসী হাঁটিছে !

বুঝিহু ভূতের কাজ ।

(১২২)

শ্মশানালয় বাসিনি !

কাত্যায়নি ! কশালিনি !

আমার কপালে, এই কি করিলে ;

কি না তুমি পার, তারা

এই সেই ছাই, হাড় নাজাইনু,

দাও সম্বীবন ধারা ।

(১২৩)

কে ডাকিবে শ্যামাঙ্গিনি !
 আর, দেখি মাংসাশিনি,
 মৃদর ফরাস, খেলা প্রেত সনে,
 শব দাহ ব্যবসায় ;
 পর ছুঃখে স্মৃতি, শবাসনে বসি,
 করিছ জীবনোপায় ।

(১২৪)

জানিতাম প্রেত ভূমি,
 পরম পবিত্র তুমি ;
 এঠ পবিত্রতা ? কেমনে খাইলে,
 না কি কাথিয়াছ সারি ;
 দাও তবে জানি অসীম মহিনা,
 বারেক সে মুখ হেরি ।

(১২৫)

সেই দিন, শেষ দিন,
 প্রিয়া মম যেই দিন,
 হৃদয় ভাঙ্গিয়া চলে গেল যে কোথায় !
 কেমনে কহি তা আমি,
 কেমনে শুনিবে তুমি,
 বলিতে গেলে যে আনি থাকিনা আমার !

(১২৬)

মন কথা ছুই জনে,
 কহিতেছি সঙ্কোপনে,
 তর্থাৎ উঠিয়া শ্রিষে, যেন সচকিতা হসে,
 মরে যাই! মম গলা জড়াইয়া ধরিল,
 কহিতে কহিতে কথা,
 ছুদি বিদায়ক কথা,
 মুগ পানে এক দৃষ্টি তাকাইয়া রহিল !
 অমনি নয়ন নীরে বুক খানি ভাসিল !

(১২৭)

“সদা এস্তনিতে পাই”
 আমার আর কেহ নাই,
 মন উড়ু উড়ু প্রায়, নয়ন কি যেন চায়,
 জনমের শেষ দেখা যেন এ আমার ;
 কাঙ্ক্ষালিনী সব ভুলে,
 ছিল তোমি বৃকে তুলে,
 ডাঙ্কিল কপাল বুঝি দামীব এবার,
 হাঃ বিধাতঃ ! এই মনে ছিল কি তোমার !
 প্রাণ ফেটে যায়——”

(১২৮)

“কেন নাথ মম আজ”
 ইন্দ্রিয়ে করেনা কাজ,
 জীবনের সাধ বুঝি ফুরাল এবার !

প্রাণ বায় প্রাণ নাথ, ছাড়াইরা নিল হাত,
প্রাণেশ ! প্রাণেশ ! প্রিয় ! প্রাণেশ —————

(১২৯)

বলিতে বলিতে বীণা,
আর রাগ বাজিল না,
মুদিল সে সরোজিনী, হল বিজয়া দশমী ।
ডাকিলাম, কান্দিলাম, ফুটিলনা আর ;
বলিলাম ক্ষুধাপেয়ে, কাতর হয়েছ প্রিয়ে
মাখন দিলাম মুখে, দোলাল সে ভার ;
বুঝিলাম সে কৌশলে খাবেনা আমার ।

(১৩০)

তখনই কোলে করে,
সাজাইয়া অলঙ্কারে,
যাইতেছি তাকে নিয়া ত্যজিয়া নংসার,
কোথা হতে ভূত কটা,
কটিতে গামছা আটা,
কেড়ে নিষে গেল তারে, কান্দিলাম পায়ধরে,
সাহারায় আঁখিনীর পড়িল আনার ।

(১৩১)

ছিড়িয়া হাটু ব মালা,
চিকণ বিকিন কালা ।
কমনীয় কান্তি পরে চাপিল অঙ্কার ;

মারিয়া বাঁশের বাড়ি,
ভাঙ্গিল মাথার চাড়ি,
আমারে রাখিল বেঞ্চে সন্মুখে তোমার,
সেইপাশে মম মুখ দেখিলে না আর ?

(১৩২)

প্রিয়ে মম ডুবে গেল,
শান্ত জলে গাধুইল,
নারিকেল-জল, তিল বিজয়া ভোজন;
মুচ্ছা ছিন্ন তুলে মোরে,
কোথায় আনিল ধরে,
দেখিলামদীপ এক ভীষণ দর্শন,
সে অবধি সে শিখা এহুদয়ে মিলন ।

(১৩৩)

অগ্নি ঝরিল ফুল,
মর্নারিলু পাতাকুল,
উখলিল গঙ্গাজল, বিধু ষোলখান হল,
পড়িল শিশির রাশি, কাঁদিল মেদিনী,
কোকিল হইল কাল, কেঁদেবলে চোক গেল,
ব্রহ্মাণ্ড বধিতে বিস্ম জালিল অগ্নিনি ।

গীত ।

আয় আয় মম নয়ন তারা আয়রে !
আমি যাই এক ষার দেখে তোরে,

মলে আরতো দেখ্বোনারে,
 ভুলতে ও তোকে পার্বোনারে,
 আর একটু কোলে করে,
 জুড়াই জ্বালা বুদ্ধেরে,
 কি দশাএর দেখে ষারে,
 এ জন্মের মত দেখি তোরে,
 ভুলে র'লে কেমন করে,
 এর কেউ নাই আর এসংসারে,
 আমি তোমা বিনা চানিনারে,
 আমি তোমা বিনা জানিনারে।—

(১৩৪)

কেমনে এসব সয়ে,
 পাষণ্ডপ্রাণ হয়ে,
 বেঁচে আছে এপাষাও ভুবনে এখন !
 হ'লে নয়নেরু বার,
 যে প্রাণ হইতে বার !
 অরনা ! ফুরাল মন প্রিয়া সংকীৰ্ত্তন ।

পৰ্ব্বত কন্দরে ।

(১৩৫)

এই কি প্রার্থিত নগ ?
 যাহে মম মায়াযুগ

চরিতেছে, এই কি বিপিন সেই
 শোভিছে কন্দরে তব ?
 দেখাইয়া দাও, জনমের মত,
 দর্শক একটু হব ।

(১৩৬)

যখন শিশু ছিলাম,
 হৃদ খেতে কাঁদিতাম,
 অমনি জননী, প্রিয়ে ! রাজ্জামেয়ে দেবদিয়ে,
 বলিতেন, হাসিমুখে খেতাম ভাঙ্গিয়া রাগ,
 নাদেখে কোথায় ফুল,
 সৌরভে প্রাণআকুল,
 তখনই হয়েছ তব প্রেমবিষে অনুবাগ ।

দেশ দেশান্তরে ।

(১৩৭)

নাম বিশ্বেশ্বর শিব,
 নাশিতে বিশ্ব অশিব ;
 কাল ভৈরবেতে, রাজ্য উচ্ছেদিছে ;
 কেমনে দেখিছ চোখে ?
 অক্ষয় ত্রিশূল ? দেশ অশাসিত
 তুলিছ গাঁজার ঝাঁকে ।

(১৩৮)

উঠ মহাবাহু আজ,
 মারহ করাল রাজ,
 ওই দেখ অতি, বিষ উগারিছে,
 জ্বলকারে সর্বভুক ;
 বুয়ে খুড়েধরা, গঙ্গা কলকলে,
 কি সুখে দেখাও মুখ ?

(১৩৯)

এইকি বাঞ্ছিত পুরি !
 ইহাকে স্বপনে হেরি ?
 এখানে কি আছে, রতন আমার ?
 ঘুরাইও না জননী !
 দাও সেই জবা. চরণে তোমার
 বসাই ' ভব রমণি !

(১৪০)

ওনিরাছি অন্নপূর্ণা !
 সদানন্দে পরিপূর্ণা
 তব পুরী, কোথা কেহ যদি স্মরে,
 অভীষ্ট পূবাও তার ;
 আমাহ'তে সেই পরীক্ষা হইল,
 জানিহু গুণ তোমার ।

(১৪১)

মানস আসনোপরি,
 বসমা ভব সুন্দরি !
 দিব ও চরণে, ভকতি কুসুম,
 পড়িবে চখের নীর,
 হইল না, ওই ! সেই যুথ খানি,
 করিছে মোরে অধীর ।

(১৪২)

জগদীশ কি করিলি !
 কেন তাকে গড়ে ছিলি,
 নির্ধনে মানিক দিয়া, মহত্ব প্রকাশিরা,
 কেমনে পাবান প্রাণে কাড়িলি সে ধন ?
 নিজে সৃজেছিলে যারে,
 রূপে ভুলে নিলে তারে,
 রে পামর ! গিতা হয়ে কন্যায় হরণ !

(১৪৩)

কোথা হে অসোধানাথ,
 লইলে কি করি সাত,
 অযোধ্যা সৌন্দর্য্য ? বিহনে তোমার,
 কাঁদে ওই দিবা নিশি +
 সেই রম্য বন, রমা সনে যথা,
 খেলে ছিলে হাসি ।

(১৪৪)

সেই মহা সভাতলে,
 শৃগাল কুকুরে খেলে,
 যথা এক দিন, শোভেছিলে সীতাপতি,
 সীতা বামে করি ;
 পুনরায় যথা, সোণার সীতার,
 নানিল বাতনা হরি ।

(১৪৫)

এই সে পরীক্ষা বাপি !
 যেখানে কমলা স্থাপি,
 জ্বালালে অনলে, ডুবিবে আবার,
 এই সে সরসু নদী ;
 কেডরায় বল, শুড়বিতে তোমায়,
 বাতনা জুড়ায় যদি ?

(১৪৬)

প্রেম-পুত্রিক কলি,
 আশা-মরাল মণ্ডলা,
 পুড়িয়াছে যত, বিলাসের মীন,
 শুখায়েছে সরোবর জীবন আমার ;
 কোমল সে শয্যা, হয়েছে কণ্টক,
 পড়েছে মুখের ভাতে বাঁশের অঙ্গার ।

(১৪৭)

প্রিয়াছবি মনেধরে,

তব গুণ গান করে,
বাঁচিয়াছি এত দিন, কিন্তু প্রিয়ে আর
থাকিতে পারিনে আমি বিহনে তোমার !
কি হৃদশা প্রণয়িনি ! দেখে যারে একবার,
প্রেয়সি ! প্রেয়সি ! প্রিয়া ! প্রেয়সি আমার

(১৪৮)

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বাঁকা,
সর্বাঙ্গে অঙ্গনা আঁকা,
রূপিনী রঞ্জন, কামিনী মোহন,
কোথারলে বংশীধারী !
নারীর বিরহে, পড়ি এ পানর,
ডাকিছে সাহতে নারি ।

(১৪৯)

কালিন্দী তটিনী ওই,
বরিতেছে থই থই,
তব প্রেম তরী, ব্রজঙ্গনা ভরি,
ভাসাত যাহার বারি,
পায় দাঁড় ভরে, বেতে ধীরে ধীবে,
বাঁশীতে গাইত সারি ।

(১৫০)

চিরঃসুখী জন,
ব্যথিত বেদন,
ভুলে একবার, বুঝিতে পারে ?

কেমনে জানিবে,
বিষে কি যাতনা,
কতু ভুজঙ্গমে, দংশেনি ষারে ।

(১৫১)

“বেঁচে থাক; বাঁচি যদি,”
সাগরে মিশিবে নদী,
এই কটি কথা যবে করিহু শ্রবণ ;
সেই দিন হ’তে মনে,
নিশ্চয় রেখেছি জেনে,
সকল রত্নের রত্ন প্রেয়সী রতন,
তাই বুঝি রত্ন-গর্ভা করেছে হরণ ।

(১৫২)

সে অবধি ফুল মালা,
কত মধু খুলা খালা,
সিন্দূর, সুগন্ধি তৈল, গোলাব, আতঙ্গ,
নব চিকণী, আঁরসী,
যাহা কিছু ভালবাসি,
সকলি সাগরে দিই করি সমাদর ।

(১৫৩)

কমলের দল ছিড়ে,
চুম্বিয়া দিয়াছি ছেড়ে,
মৃগালেতে কোলদিয়া ভাসিয়েছি জলে ;

প্রণয়-পাগল ।

হুঃখ কথা হুচারিণী,

লিখে ভাসাতাম চিঠি,

লয়ে যাও তরঙ্গিনি ক্রত বেগে চলে,

প্রেয়সীকে দিও সব মমকথা বলে ।

(১৪৫)

যদি না চিনিতে পারে,

তখন বলিও তারে,

যাহারে জীয়ন্তে মেরে, ভালবাসা চুরিকরে,

বসে আছ সর্বনাশী হ'য়ে রাজরানী,

তুমিত ভুলেছ তারে,

সেকি তা ভুলিতে পারে,

দিয়াছে তোমাকে স্বেই এই চিঠি খানি,

কেমন আছহ তুমি জিজ্ঞাসেন তিনি ।

(১৫৫)

ক্ষণ পরে দেখি হায় !

সকলি আপনি খায়,

মম প্রেয়সীর তরে কিছুই না রাখিল ;

কল কল কলে কয়,

“সে তোর পাব'র নয়”

অভাগার যত আশা একে বারে নাশিল ।

(১৫৬)

“ বেঁচে থাক ; বাঁচি যদি,

সাগরে মিশিবে নদী ”

এইত সাগর! কোথায় র, লি আর !

ডাকি আমি পুনরায়,

আটলি না তবু, উঃ, জলিয়া গেল,

এখনি মিশাব কার ।

(১৫৭)

বিবাহ রজমী নয়,

এখন ও সাধিতে হয়,

ঢেকে মুখ মুদে চোক, বসিতে আবা কাননা ;

হাতে পাতা ঢাকা কুল,

মুহু হাসে প্রাণাকুল,

ভেসেছে এখন লজ্জা, তবু কথা কওনা ?

(১৫৮)

কত বাক্সিলাম বেণী,

চুখিলাম মুখ খানি,

বন্ধ, বিকসিয়া কত করিলাম কোলে,

তবু ও কি লজ্জা আছে,

আসিতে আমার কাছে,

যাবেনা কি লজ্জা তব আমি না মরিলে ?

(১৫৯)

জীবন মণি আমার,

আয় আয় একবার,

আয় কিছু না করিব, এক বার কোলে নিব,

চুমায় মিশিবে প্রেম প্রণয়ে তোমার,

শ্রীমত পাণ্ডব ।

সাগর কবচম্ ।

(১৬০)

এইবার শেষ বার,
রক্ষা আই কারু আর,
বেখানে যাতারে পাব, রক্তে নদী বহাইব,
শ্রেয়সকাটা, শ্রেয়সকাটা, এই মম সার,
শ্রেয়স কথা দূর হবে, আবার জাগাব ভবে,
পরন্তু রামের নাম কত্রির সংহার ।

(১৬১)

তই মত পতাকাঁয় !
তারার অকরে তার,
লিখিব এখনি, * ভাল বাসিওনা,
বাসিওনা .. বাসিওনা কারে,
বরিবে যতনে, ওই এতে রেই,
মাথায় করিঞা তারে ।

(১৬২)

ভূমি হে মকরা লয় !
এদান চাহে আশ্রয়,
রত্নধর । আজি ধর কুলাজারে,
ফেলাও ধীলাভুগিলে !
যে রতন আশে, ভূমিছে অধর,
সেবেন আশার মিলে ।

(১৬৩)

আর ! আর ! তেঁই আর,
 বিরহি বিশাবে কার,
 দ্যায়ের প্রণয়ীগণ, বারেক ঘেলে মরণ,
 প্রেমিদের কি প্রমাদ পরিণামে হরণে !
 পতিপ্রাণ সংহারিণী অসি তোরা রে কাহিনী,
 তোদের মোহিনী-ধারে অভাগ্য এড়ার রে !

(১৬৪)

কেহ নাই ! কেহ নাই !
 আর এর কেহ নাই !
 ওহে সর্ব ব্যক্তি ! কে আছে আমাব !
 আদি অন্ত ভাসি সব ;
 যদি কেহ থাকে, বলিও তাহাকে,
 মরিল পাগল তব ।

বুহে কেল ছ'দি হতে ঐশ্বরের নাম,
 ঐশ্বর অস্বস্ত-চিত্তা দুঃখ পরিণাম ।

